কালের কণ্ঠ

তারিখ : 12 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজি

কবে আর বোধোদয় হবে

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ক্ষমতাসীন দলের দুই সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নামের সঙ্গে 'টেন্ডারবাজ' তকমা লেগে যায়। চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে সংগঠনের অনেক নেতা ও কর্মীর যুক্ত থাকার খবরও বরাবর এসেছে সংবাদমাধ্যমে। ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব একাধিকবার এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। 'জোর যার মুল্লুক তার' স্টাইলে নিজেদের কাজ করেছে ছাত্রলীগ-যুবলীগের 'গুণধর' নেতা ও কর্মীরা। তাদের নিরস্ত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের খবরদারি যারা হেলাভরে অগ্রাহ্য করে তাদের প্রতিহত করার শক্তিও বোধ হয় কারো থাকে না। ফলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা এই চক্রটি সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। টাকার বিনিময়ে ভাড়া খাটে। একসময়ের উজ্জ্বল ছাত্ররাজনীতি কলঙ্কিত হয়। যেমনটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে। ৭৩ লাখ টাকার একটি টেন্ডার জমা দেওয়া নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়েছে। গোলাগুলিতে আহত একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিয়েছে পুলিশ।

আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পরও ক্ষমতাসীনদের সহযোগী সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়নি। মুছে ফেলা যায়নি তাদের 'টেন্ডারবাজ' পরিচয়। বরং 'কয়লা ধুলে ময়লা যায় না' কথাটির সত্যতা যেন আবারও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল ছাত্রলীগ নামধারী কিছু সন্ত্রাসীর কর্মকাণ্ডে। প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে, একটি ৪২ লাখ ও একটি ৩১ লাখ টাকার কাজের জন্য নবাব আবদুল গনি রোডে অবস্থিত বিদ্যুৎ ভবনে দুটি কম্পানির পক্ষ থেকে দরপত্র জমা দেওয়া হয়। ঢাকা মহানগর দক্ষিণের এক ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে এক পক্ষ এবং পরে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দরপত্র জমা দিতে গেলে আগের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। শুরু হয় গোলাগুলি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা শুরু থেকেই বলে আসছেন, ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সরকারের জনপ্রিয়তা প্রশ্নবিদ্ধ করতে বড় ভূমিকা রাখছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বা সহযোগী সংগঠনগুলো এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় পাচ্ছে বলে মনে হয় না। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ অফিসে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রমাণ করে, ছাত্রলীগ এখনো বেপরোয়া চরিত্রেই রয়ে গেছে। টেন্ডারবাজি থেকে মুক্ত হতে পারেনি সংগঠনটি। নিকট অতীতে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, শুধু টেন্ডারবাজি নয়, ছাত্রলীগ নামধারীদের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও দেশের মানুষ রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেছে। সরকারের অনেক ভালো উদ্যোগের সুনাম কেড়ে নিয়েছে এই ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তপনা। আগের মেয়াদের পাঁচ বছরে সরকার ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের অপকর্ম কতটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে, তা বুঝে ওঠা কঠিন। তখনই কোনো ব্যবস্থা নিলে আজকের এ ঘটনা হয়তো ঘটত না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কবে বোধোদয় হবে, তা বুঝতে আমরা অপারগ।